গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, প্লট- এফ ১/এ
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.nbr.gov.bd

নথি নং-০৮.০১.০০০০.০০১.০৭.৪৮৫.২০/ ৬৮০

তারিখঃ ২৩ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
০৭ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন, উচ্চমান সহকারী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (মামলা নং-১/২০২৬) গত ২৯/০৯/২০২৫ খ্রি. থেকে ১২/১০/২০২৫ খ্রি. এবং ১৪/১০/২০২৫ খ্রি. হতে ৩০/১০/২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় উক্ত শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (দ্বিতীয় সচিব) গত ৩০/১০/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণপূর্বক ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে জবাব প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে ০৩/১১/২০২৫ খ্রি. তারিখে আপনি আপনার স্ত্রী মারফত সরকারী কর্মচারী হাসপাতালে ভর্তির কাগজপত্রাদিসহ কারণ দর্শানো নোটিশের জবার প্রেরণ করেন। সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের ভর্তির কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আপনি শুধুমাত্র জ্বর ও বমির কারণে হাসপাতালে ভর্তি হন। কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদানের তারিখ ঠিক পূর্ববর্তী দিনে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে আপনি সরকারী কর্মচারী হাসপাতালে ভর্তি হন। তিনি কেবলমাত্র জ্বর ও বমির কারণে সরকারী কর্মচারী হাসপাতালে গত ০৩/১১/২০২৫ খ্রি. তারিখে ভর্তি হন এবং হাসপাতালের ডিসচার্জ সার্টিফিকেট এ দপ্তরে দাখিল করেন নাই এবং হাসপাতাল থেকে বের হয়ে পরবর্তীতে কেন কর্মস্থলে যোগদান করেন নাই বা বিনানুমতিতে দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিতির স্বপক্ষে কোন সদুত্তর প্রদান করেন নাই। ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মস্থলে বিনানুমতিতে অনুপস্থিতিসহ দাপ্তরিক কাজে অবহেলা প্রতীয়মান হয়; এবং

০২। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন, উচ্চমান সহকারী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তের জন্য জনাব সুব্রত কুমার দে, দ্বিতীয় সচিব (কর পরিবীক্ষন ও সমন্বয়) (কর-৫)-কে প্রাথমিক তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে তদন্ত কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন । উক্ত প্রতিবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন, " সার্বিক পর্যালোচনা ও দালিলিক প্রমাণাদি বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ এবং বিধি ৩(গ) অনুযায়ী 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।" এছাড়াও তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিধিমালা অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক বিভাগীয় মামলা রুজু করার জন্য সুপারিশ প্রদান করেন; এবং

০৩। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন, উচ্চমান সহকারী সরকারী কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ এর অনুচ্ছেদ ৩ মোতাবেক 'বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন বিধায় একই বিধিমালার বিধিমালার বিধি (৪) মোতাবেক কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ সম্বলিত লিখিত জবাব ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১০/০৩/২০২৬ খ্রি. তারিখের তারিখের ০৮.০১.০০০০.০০১.০৭.৪৮৫.২০/১৩৬ নং স্মারকের মাধ্যমে জারিকৃত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণ করা হয় । সে প্রেক্ষিতে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত জবাবে উল্লেখ করেন,

'"আমি মোহাম্মদ মনির হোসেন, উচ্চমান সহকারী হিসেবে কর পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় শাখায় কর্মরত। গত ২৮/০৯/২০২৫ খ্রি. তারিখ শারীরিক অসুস্থতার কারণে নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন করি অসুস্থতার কারণে ২৯/০৯/২০২৫ এবং ৩০/০৯/২০২৫ তারিখ কর্মস্থলে উপস্থিত হতে পারি নাই। পরবর্তীতে দ্বিতীয় সচিব মহোদয়ের নিকট মৌখিকভাবে ব্যাখ্যা করলে মহোদয় মৌখিকভাবে সতর্ক করেন। গত ১২/১০/২০২৫ খ্রি. তারিখ অফিসে আসার সময় পথে এ্যাকসিডেন্ট হয়ে পায়ে আঘাত পাই। ১৩/১০/২০২৫ খ্রি. তারিখ কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয় সচিব মহোদয়কে অবহিত করি। গত ১৪/১০/২০২৫ তারিখ হতে ৩০/১০/২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিতির কারণে সূত্রোক্ত-(১) নং পত্রের মাধ্যমে [জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০২৭.১৬.০০৩.২৪(অংশ-১০)/২৭৯] কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। উক্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে আমার স্ত্রী মারফত নোটিশের জবাব এবং অসুস্থতা জনিত কারণে ৪ মাসের অর্জিত ছুটি ভোগের জন্য আবেদন দাখিল করি। আমি গত ১৪/১০/২০২৫ খ্রি. তারিখ হতে শারীরিক ও মানসিকভাবে গুরুতর অসুস্থ হই। প্রচন্ড জ্বর ও হামে আক্রান্ত হই। জ্বর ও হাম হওয়ায় বাসাতে সাধারণ চিকিৎসা ও বিশ্রাম নি । পরবর্তীতে জ্বরের সঙ্গে বমি শুরু হলে গত ০৩/১১/২০২৫ তারিখে হাসপাতালে ভর্তি হই এবং ০৬/১১/২০২৫ তারিখ ডিসচার্জ হই। সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ হওয়ার পর মানসিক অসুস্থতার কারণে গত ০৮/১১/২০২৫ তারিখ হতে ০২/০২/২০২৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ডাঃ জিনাত ডে লায়লা, সহযোগী অধ্যাপক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এর নিকট চিকিৎসা গ্রহণ করি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় অর্জিত ছুটি মঞ্জুর এর বিষয়ে আমার স্ত্রী দ্বিতীয় সচিব মহোদয় এবং বোর্ড প্রশাসন-১ শাখায় যোগাযোগ করে এবং আমার শারীরিক অসুস্থার বিষয়ে অবহিত করেন মর্মে উল্লেখ করে। শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কারণে অফিসে উপস্থিত হতে পারি নাই এবং মহোদয়কে অবহিত করতে পারি নাই। এই ধরণের ভুল অনিচ্ছাকৃত । আমি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করেছেন যে, ভবিষ্যতে এই ধরণের অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে আমি বিরত থাকবো। অতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন এই যে, আমার শারীরিক অসুস্থতার কথা বিবেচনায় নিয়ে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করিয়া কারণ দর্শানো নোটিশ হতে অব্যাহতি প্রদান করিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।" উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে গত ০৩/০৫/২০২৬ খ্রিঃ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা

হয়। শুনানীঅন্তে জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, (বোর্ড প্রশাসন-৩), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা-কে উক্ত বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মচারীর দেহে মাদকদ্রব্যের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নির্ণয়ে ডোপ টেস্টের জন্য কেন্দ্রীয় মদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, তেজগাঁও বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয় ; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন,

অভিযুক্তের বক্তব্য: গত ০৭/০৫/২০২৬ খ্রি. তারিখে ০৮.০১.০০০০.০০৩.৪৯.০০৩.২১.২৩৯ নং স্মারকমূলে অভিযুক্ত কর্মচারী জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন, উচ্চমান সহকারী, কর পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় শাখা-কে ১১/০৫/২০২৬ খ্রি. তারিখে প্রয়োজনীয় মূল কাগজপত্র/প্রমাণাদিসহ শুনানী প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মচারী গত ১১/০৫/২০২৬ খ্রি. তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে সশরীরে হাজির হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অভিযোগ সম্পর্কিত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি দাবী করেন যে, তিনি গত ০৩/১১/২০২৫ খ্রি. হতে ০১ (এক) সপ্তাহ জ্বর ও বমিজনিত কারনে সরকারী কর্মচারী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তিনি আগস্ট মাসে কর পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় (কর-৫) শাখায় যোগদানের পর ০৬/০৮/২০২৫ হতে ১৪/০৮/২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত, ২৯/০৯/২০২৫ খ্রি. তারিখ হতে ৩০/০৯/২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত, ১২/১০/২০২৫ খ্রি. এবং ১৪/১০/২০২৫ খ্রি. হতে ২৬/০১/২০২৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে, তিনি অসুস্থাজনিত এবং পারিবারিক সমস্যার কারনে অফিসে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি তার মানসিক সমস্যার জন্য ০৮/১১/২০২৫ খ্রি. তারিখে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন তার প্রেসিক্রিপশন প্রর্দশন করেন। কিন্তু তিনি উক্ত ছুটি ভোগ করার কোন অনুমতিপত্র দাখিল করেন নাই। তিনি তার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন লিখিত বক্তব্য বা কোন প্রমাণক বা কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কোন অনুমতিপত্র দাখিল করেন নাই। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, তিনি বর্তমানে নিয়মিত অফিসে উপস্থিত থাকেন এবং অফিসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। তিনি ভবিষ্যতে এরকম কাজ আর করবেন না বলে শুনানীকালে অঙ্গীকার করেন।

স্বাক্ষীগণের বক্তব্য: গত ০৭/০৫/২০২৬ খ্রি. তারিখে ০৮.০১.০০০০.০০৩.৪৯.০০৩.২১.২৪০ নং স্মারকমূলে কর পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় শাখার সকল কর্মচারীকে ১১/০৫/২০২৬ খ্রি. তারিখে অভিযুক্ত কর্মচারীর বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। ১১/০৫/২০২৬ খ্রি. তারিখে তারা অভিযুক্ত কর্মচারীর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির সত্যতা স্বীকার করেন। তারা আরো উল্লেখ করেন, জনাব মনির হোসেন, উচ্চমান সহকারী বর্তমানে নিয়মিত অফিসে উপস্থিত থাকেন এবং তার অফিসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করছেন।

উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বক্তব্য:

অভিযুক্ত কর্মচারীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা দ্বিতীয় সচিব (কর পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়)-এর কাছে অভিযুক্ত কর্মচারীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি মৌখিকভাবে জানান যে, অভিযুক্ত কর্মচারী বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা রয়েছে কিন্তু অভিযুক্ত কর্মচারী বর্তমানে নিয়মিত কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে তার অফিসের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করছেন ।

তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা:

ক) বর্ণিত কর্মচারী গত ২৯/০৯/২০২৫ খ্রি. থেকে ৩০/০৯/২০২৫খ্রি., ১২/১০/২০২৫ খ্রি. এবং ১৪/১০/২০২৫ খ্রি. হতে ৩০/১০/২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (দ্বিতীয় সচিব) গত ৩০/১০/২০২৫ খ্রি. তারিখে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ পূর্বক ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে জবাব প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে ০৪/১১/২০২৫ খ্রি. তারিখে উক্ত কর্মচারীর স্ত্রী মারফত সরকারী কর্মচারী হাসপাতালে ভর্তির কাগজপত্রাদিসহ কারণ দর্শানো নোটিশের জবার প্রেরণ করেন এবং অভিযুক্ত কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষিত সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের ভর্তির কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণিত কর্মচারী জ্বর এবং বমির কারণে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং যেদিন তার কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদানের তারিখ ঠিক তার পূর্ববর্তী দিনে সরকারী কর্মচারী হাসপাতালে ভর্তি হন বলে প্রতীয়মান হয়।

খ) সংশ্লিষ্ট কর্মচারী শুনানিতে অংশগ্রহণ করে জানান যে, তিনি জ্বর ও বমির কারণে সরকারী কর্মচারী হাসপাতালে গত ০৩/১১/২০২৫ খ্রি. তারিখে ভর্তি হন এবং ১ সপ্তাহ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তিনি হাসপাতালের ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দাখিল করেন নাই। কিন্তু তার বক্তব্য মোতাবেক হাসপাতাল থেকে বের হয়ে পরবর্তীতে তিনি কেন কর্মস্থলে যোগদান করেন নাই বা বিনানুমতিতে দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিতির স্বপক্ষে কোন সদুত্তর প্রদান করতে পারেন নাই। ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মস্থলে বিনানুমতিতে অনুপস্থিত ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়।

গ) অভিযুক্ত কর্মচারীর পূর্ববর্তী কর্মস্থলে (বোর্ড প্রশাসন-৩) শাখা হতেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সেখানকার হাজিরা খাতা হতে জানা যায় উক্ত কর্মচারী উক্ত শাখাতেও প্রায়শই বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকতেন। সর্বশেষ ২০/০৭/২০২৫ খ্রি. হতে ২৮/০৭/২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় উক্ত শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৮/০৭/২০২৫ খ্রি. তারিখ কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করেন (কারণ দর্শানোর কপি ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষিত আছে)।

ঘ) অভিযুক্ত কর্মচারীর বর্তমান কর্মস্থলের হাজিরা খাতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। যা হতে জানা যায় বর্ণিত কর্মচারী শাখায় ০৩/০৮/২০২৫ খ্রি. তারিখে যোগদান করার পরপরই ০৬/০৮/২০২৫ খ্রি. হতে ১৪/০৮/২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত, ০১/০৯/২০২৫ খ্রি. হতে ০৪/০৯/২০২৫ খ্রি.পর্যন্ত, ২৯/০৯/২০২৫ খ্রি. হতে ৩০/০৯/২০২৫ খ্রি পর্যন্ত, ১২/১০/২০২৫ খ্রি. এবং সর্বশেষ ১৪/১০/২০২৫ খ্রি. থেকে ২৬/০১/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত বিনানুমতিতে অনুপস্থিত ছিলেন। যে বিষয়ে উক্ত শাখার কর্মরত কর্মচারীগণ সাক্ষ্য প্রদান করেন। ফলে উক্ত কর্মচারীর বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয় (হাজিরা খাতার ছায়ালিপি ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষিত আছে)।

ঙ) গত ০৬/০৫/২০২৬ খ্রি. তারিখে ০৮.০১.০০০০.০০১.০৭.৪৮৫.২০.২৫৬ নং স্মারকমূলে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা-কে অভিযুক্ত কর্মচারীর ডোপ টেস্ট সম্পূর্ণপূর্বক এর ফলাফল এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর ৫৮.০২.০০০০.০১৭.০২.১৬৮(খন্ড-৩).১২.৪২৬; তারিখঃ ১১/০৫/২০২৬ খ্রি. তারিখে অভিযুক্ত কর্মচারীর ডোপ টেস্ট সম্পন্ন করে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত কর্মচারীর শরীরে মাদক সেবনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সার্বিক পর্যালোচনা ও মন্তব্য:

সার্বিক পর্যালোচনা ও দালিলিক প্রমাণাদি বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন, উচ্চমান সহকারী, কর পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় শাখা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ২ (খ) ও বিধি ৩ (খ) মোতাবেক অসদাচারণ (উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ, কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শণ, বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি) -এর অভিযোগ সত্য। উল্লেখ্য, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ডোপ টেস্টের প্রতিবেদন মোতাবেক প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত কর্মচারী কর্তৃক মাদক গ্রহণের অভিযোগ সত্য নয়। আরো উল্লেখ্য, শুনানীতে অভিযুক্ত কর্মচারীর প্রদানকৃত বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট শাখার অন্যান্য কর্মচারীদের সাক্ষ্য, অভিযুক্ত কর্মচারীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত কর্মচারী বর্তমানে তার কর্মস্থলে নিয়মিত উপস্থিত থেকে দক্ষতার সাথে কাজ করে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সকল দাপ্তরিক আদেশ মেনে চলে।

০৫। সেহেতু, সার্বিক বিষয় ও তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় জনাব মোঃ মনির হোসেন, উচ্চমান সহকারী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারী কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ এর অনুচ্ছেদ ৩ মোতাবেক 'বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক বেতন গ্রেডের ০১ (এক) ধাপ অবনমিত'করণের অর্থাৎ বর্তমান মূল বেতন ১৮৮৬০/- টাকার এক ধাপ নিম্নে ১৭৯৬০/- টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণের লঘুদন্ড ০১ বছরের জন্য প্রদান করা হলো। দন্ডের মেয়াদকাল পরবর্তীতে বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনাযোগ্য হবে না এবং উক্ত সময়ের জন্য কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

০৬। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

07.07.2026

(আহসান হাবিব)
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

নথি নং-০৮.০১.০০০০.০০১.০৭.৪৮৫.২০

তারিখঃ ২৩ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ০৭ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সদস্য (সকল), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সিআইসি)/গবেষণা ও পরিসংখ্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৩. সিস্টেমস ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের নির্দেশসহ)।
৪. চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫. দ্বিতীয় সচিব (বোর্ড প্রশাসন-১/২/৩/৪/৫/এস্টেট)/কর পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় শাখা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৬. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৭. জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন, উচ্চমান সহকারী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৮. ব্যক্তিগত নথি।

(আহসান হাবিব)
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা